*** এম আলী ফ্রি মেডিকেল সেন্টারের দশ বছর পদার্পনে শুভ কামনা ****

বিশ্ব সভ্যতার পাদপীঠ হচ্ছে নীল নদ, সিন্ধু নদ, হোয়াংহো ও ফোরাত নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। তেমনি গঙ্গা- মেঘনা- যমুনার তীর ধরে গড়ে ওঠা মানুষের রয়েছে নানা ঐতিহ্যের নিদর্শন। বাংলাদেশের নানা নদ নদীর মধ্যে কুশিয়ারাও অন্যতম একটি নদী। কুশিয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম বহরগ্রাম। সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার, বুধবারী বাজার ইউনিয়নে এই গ্রামের অবস্থান।
কুশিয়ারা নদী যেমনি তার নিজস্ব গতিতে, নিরবে, নিঃশব্দে স্রোতের একইধারায় বহে চলে, তেমনি বহরগ্রামবাসী সমাজসেবার ব্রত নিয়ে চিরদিন ক্লান্তিহীনভাবে প্রবাহমান। আমি আমার গ্রামকে নিয়ে গর্ববোধ করি। বহরগ্রামের মাটি ও মানুষের প্রতি রয়েছে আমার আজন্ম ঋণ। এই গ্রামে অনেক জ্ঞানী, গুণীর জন্ম হয়েছে শিক্ষক, ডাক্তার, আলেম, ওলামা, এডভোকেট, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও বড় মাপের সংগঠকের। তাদের সুনাম শুধু গোলাপগঞ্জে নয় দেশব্যাপী সমাদৃত। বহরগ্রামের অন্যতম একজন সমাজসেবক এবং তার জনকল্যাণ মূলক কার্যক্রম নিয়ে আমারএ ক্ষুদ্র লেখা। বহরগ্রামের কৃতি সন্তান, বিশিস্ট সমাজসেবক, যুক্তরাজ্য প্রবাসী, আলহাজ্ব মো: আব্দুল ওদুদ কলা সাহেব তাঁর গ্রামের গুণীজন থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। তিনি প্রবাসে বসে থাকলেও তার হৃদয় কাঁদে বহরগ্রামের জন্য। মন ছুটে যায় বহরগ্রামের কুশিয়ারা নদীর তীরে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার মতো তাঁর মন পড়ে থাকে ছোট্ট সুনিবিড় ছায়াঘেরা বহরগ্রামে।

কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত লিখেছিলেন-
শতত হে নদ পড় মোর মনে
শতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।
বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মেটে কার জলে
দুগ্ধস্রোতরুপি তুমি মাতৃভূমি স্তনে।
নাম তার এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে
লইছে যে নাম তব বঙ্গের সঙ্গীতে।

আব্দুল ওদুদ সাহেব তার গ্রাম তথা এলাকার অসহায়, দরিদ্র মানুষের জন্য গ্রামেই গড়ে তুলেছেন মুফজ্জিল আলী প্রাইমারী ফ্রি মেডিকেল সেন্টার। অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে হচ্ছে এই মেডিকেল সেন্টার তার সেবাদানের মধ্যদিয়ে ১০ বছরে পা দিয়েছে। গত ১০ বছর ধরে সপ্তাহের প্রত্যেক শনিবার ১ জন অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ৫০/৬০ জন রোগীকে চিকিতসা প্রদান করা হয়। ১০ বছরে প্রায় ৪৫ হাজার রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিতে সক্ষম হয়েছে। চিকিৎসাসেবা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানটি ৫ টি গ্রামের ২৫ জন বৃদ্ধ লোককে স্বল্পপরিমাণে হলেও নিয়মিতভাবে মাসিক বয়স্কভাতা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়া ১৭টি স্থানীয় স্কুলের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল ড্রেস ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছেন।
পাশাপাশি শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং গরীব ও অসহায়দের মধ্যে এবং ঈদের সময় ঈদ উপহার প্রদান করে থাকেন। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটি গৃহনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্দী পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাকা ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন। এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করতে গ্রামের মানুষের যে সহযোগীতা তা অকল্পনীয়। গ্রামের প্রত্যেক মানুষ প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আব্দুল ওয়াদুদের সেবাধর্মী কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করছেন।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, ইউনেস্কোর ভাইস প্রেসিডেন্ট জননেতা নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি এ প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন এবং এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাশাপাশি এলাকার অনেক জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিবর্গ প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেছেন এবং মানবসেবায় এমন কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন। এম আলী ফ্রি মেডিকেল সেন্টারের ১০ বছর পূর্তিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ডাক্তার এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সহযোগী ছিলেন আব্দুল ওদুদ সাহেবের বড় ছেলে শাহাজাহান ওয়াদুদ। মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। ২০১৩ সালের ৮ সেপ্টম্বর ইস্ট লন্ডনে এক মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় তিনি ইন্তেকাল করেন। আমি তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। ১০ বছর পূর্তিতে প্রতিষ্ঠানটির সফলতা কামনা করছি এবং এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

মোহাম্মদ আমিনুল হক জিল্লু
১৮ জানুয়ারি ২০১৮, লন্ডন।

( ছবি : সংগ্রহে রাখা এ্যালবাম থেকে )